লিপি
কলকাতা, রবিবার, ১৩ আগস্ট ২০১৭
Kolkata·Sunday·August 13, 2017
Arthik Lipi, Page 3

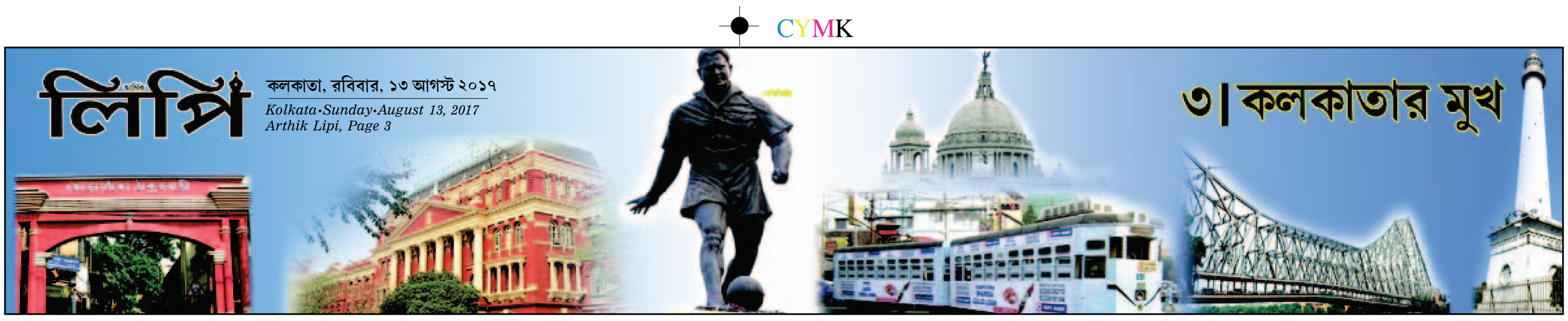

কাঠের কাঠামোই কি মৃত্যুর কারণ, উঠছে প্রশ্ন

২০ ঘণ্টা পর পুল থেকেই উদ্ধার সাঁতারু কাজল দত্তর নিথর দেহ

উদ্ধার করা হচ্ছে মৃত কাজল দত্তর দেহ। (ইনসেটে) মৃত কাজল দত্ত। —নিজস্ব চিত্র

স্টাফ রিপোর্টার: শেষ পর্যন্ত উদ্ধার সাঁতারু কাজল দত্তের দেহ। শুক্রবার রাত পৌনে তিনটে নাগাদ কলেজ স্কোয়ারেরই সুইমিং পুল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দলের ডুবুরিরা। কলেজ স্কোয়ারের শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ব্লকের নতুন স্টার্টিং ব্লকের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এই জাতীয় সাঁতারুর দেহ। পুলিশ সূত্রে খবর, ডাইভিং বোর্ডের নিচে ঢালাইয়ের জন্য তৈরি কাঠের কাঠামোয় আটকে ছিল কাজল দত্তের দেহ। এদিন যুগ্ম কমিশনার (সদর) সুপ্রতিম সরকার জানিয়েছেন, 'রাত ২.৪৫ মিনিট নাগাদ দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলের জল কমিয়ে ফেলার পর কাঠের কাঠামোর নিচে দেহ খুঁজে পায় কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা।

তবে মৃত্যু কী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে, নাকি ওই কাঠের খাঁচাই মৃত্যু ডেকে আনল জাতীয় সাঁতারু ও লাইফ সেভার কাজল দত্তের? তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহ উদ্ধার করার সময়ে উপস্থিত থাকা বউবাজার ব্যায়াম সমিতির সদস্যরাই দেহ শনাক্ত করেন। দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, একজন জাতীয় স্তরের সাঁতারু, যার হাত ধরেই তৈরি মহিলা সাঁতারু দল জাতীয় স্তরেও অংশগ্রহণ করেছে, সেই কাজল দত্তের মৃত্যুর জন্য কী দায়ী ওই কাঠের কাঠামোই? উদ্ধারকারী দলের অন্যতম সদস্য সুশান্ত হালদারের বক্তব্য,'ওই কাঠের কাঠামো থেকেই আমরা প্রথমে হাত দেখতে পাই, পরে ওই কাঠামোয় আটকে থাকা অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করি।' শৈলেন্দ্র মেমোরিয়ালের নতুন এই ব্লকের কাজ শেষ হয়েছে মার্চ মাসে। অর্থাৎ প্রায় ৩ মাস হয়ে গেলেও কেন খোলা হয়নি এই কাঠের কাঠামো? তবে শুল্ক দফতরের প্রাক্তন এই কর্মীর মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই চাপানউতোর শুরু হয়েছে পুল কর্তৃপক্ষ ও পুরসভার মধ্যে।

পুরসভা সূত্রে দাবি, এই নতুন স্টার্টিং ব্লকের নির্মাণের অনেকটাই বেআইনিভাবে করা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়িকা স্মিতা বকসির অভিযোগ,'কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করলে সবসময় তা নজর দেওয়া সম্ভব নয়।' তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পুল কর্তৃপক্ষের পাল্টা দাবি,'ঢালাইয়ের কাঠ খোলার আগেই জল ছেড়েছে পুরসভা।

তবে কাঠের কাঠামোর কারণে এই মৃত্যু নয়, এটা দুর্ঘটনাই।' অপরদিকে স্থানীয় কাউন্সিলর স্বপ্না দাসের প্রশ্ন, 'এদের সাঁতারের দিকে নজরদারি কম। ঢালাইয়ের কাজ তো আগেই শেষ হয়েছে, স্ল্যাব তৈরির এতদিন পরও কেন পাটাতন খোলা হয়নি?' প্রতিবছর আরও অনেক আগে জল ছাড়লেও পুল কর্তৃপক্ষের কথামতো এই বছরই প্রায় দু'সপ্তাহ পর জল ছাড়া হয়েছে বলে দাবি কাউন্সিলরের। দীর্ঘক্ষণ জলে থাকার কারণে দেহটি ফুলে গিয়েছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর আসল কারণ খুঁজতে কাজল দত্তের পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। বিশেষ করে তাঁর কোনও শারীরিক সমস্যা ছিল কী না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের সম্পুর্ণ রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই পুরো বিষয়টি জানা যাবে বলে মনে করছে তদন্তকারীরা।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগে রণক্ষেত্র বি পি পোদ্দার

স্টাফ রিপোর্টার: অ্যাপোলোর পর এবার বি পি পোদ্দার। চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এই বেসরকারি হাসপাতাল চত্বর। মৃতের পরিবারের পাশাপাশি বিক্ষোভের প্রতিবেশীরাও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে ভাঙচুর চালায় হাসপাতালে। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ২৮ এপ্রিল পায়ের সমস্যা নিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হন জিঞ্জিরা বাজারের বাসিন্দা বিজয়কুমার কুর্মী। প্রায় একমাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বছর ৬২টির বিজয়বাবু। পরিবারের অভিযোগ, পায়ের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হলেও, হাসপাতালে থাকাকালীনই কিডনির সমস্যা দেখা দেয় তাঁর। পরে কিডনির চিকিৎসায় ডায়ালিসিসও শুরু হয়। তবে পুরো সুস্থ না হলেও ৫ আগস্ট হাসপাতাল থেকে 'রিলিজ' দিয়ে দেওয়া হয় বিজয়কুমার কুর্মীকে। তবে ওই দিনই ফের অবস্থার অবনতি হওয়ায় ফের তাঁকে ওই হাসপাতালেই ভর্তি করাতে নিয়ে যায় পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ, প্রথমে বিজয় কুমার কুর্মীকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরে বারবার অনুরোধ করায় গভীর রাতে ভর্তি নেওয়া হয়। মৃতের বড়ছেলে সঞ্জয় কুর্মীর বক্তব্য,'জ্বর অবস্থায় ভেন্টিলেশনে রাখা হয় বাবাকে। এমনকী ৮ তারিখ আমাদের ফোন করে এই ভেন্টিলেশনে রাখার কথা আমাদের জানানো হয়। ভেন্টিলেশনে রাখা হলেও কোনও চিকিৎসাই হয়নি।' শনিবার সকালে রোগীর মৃত্যুর খবর জানানো হয়। সঞ্জয় কুর্মীর বক্তব্য, 'বাবা এর আগে একমাস হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। পায়ের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হলেও পরে কিডনি সংক্রান্ত অসুখ দেখা দেয়'। তাঁর আরও অভিযোগ,'পুরো সুস্থ না হওয়া সত্ত্বেও বাবাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে আবার ভর্তি করি, এখন সবমিলিয়ে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বিল দাবি করছে আমাদের কাছে। টাকা চাইছে অথচ ঠিক মতো চিকিৎসা না হওয়ায় বাবা মারা গেলেন। আমরা এর জবাব চাইছি।' মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর পরিবারের লোকজন।

রোষ আছড়ে পড়ে হাসপাতালের মূল ফটকে। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তাঁরা। হাসপাতাল কর্মীদের সঙ্গে বচসা, এমনকী হাতাহাতিও শুরু হয়। পরে খবর দেওয়া হয় নিউ আলিপুর থানায়। সেখান থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ নিয়ে কিছুই বলতে চায়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সল্টলেকে জমি জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর

স্টাফ রিপোর্টার : সল্টলেকে জাল নথি তৈরি করে বাড়ি বিক্রি করার জালিয়াতির চেষ্টার অভিযোগে বিধাননগরের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর অনুপম দত্তকে গ্রেফতার করল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। শুক্রবার দিল্লি থেকে ফেরার পর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করে বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। অভিযোগ সল্টলেকের বিডিও-২১০ নং বাড়ি অনুপম তার সহযোগী মধুসূদন চক্রবর্তী নামে এক জমি ও বাড়ির মধ্যস্থতাকারীর সঙ্গে মিলে বাড়ি মালিকের অজান্তে বিক্রি করে দেওয়ার ছক কষেন। প্রায় কোটি টাকার ডিল ফাইনাল হয়ে যায়। বাড়ির আসল মালিক দীপ্তি সেন এই বিষয়টি জানতে পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন। দায়ের হল অভিযোগ। যার কেস নং ১০৩/১৭। পুলিশ সূত্রে দাবি বিধাননগর এলাকায় জমির জাল কাগজ তৈরিতে একটি র‍্যাকেট দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল। তাদের মদত দেওয়ার অভিযোগ ছিল প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তথা বর্তমান বিজেপি নেতা অনুপম দত্তর বিরুদ্ধে। এক ব্যক্তির কাছ থেকে এক কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। জানা যায় তাকে একটি বাড়ি দেওয়ার নাম করে ভুয়ো কাগজপত্র দেওয়া হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে প্রায় দেড় বছর আগে মধুসূদন চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বিধাননগর (দক্ষিণ) থানার পুলিশ। পরে চলতি বছর দীপ্তি সেনের অভিযোগের ভিত্তিতে ফের মধুসূদনকে গ্রেফতার করে অনুপম দত্তর নাম জানতে পারে পুলিশ। তারপর থেকেই তার খোঁজ শুরু হয়। তবে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন বলে দাবি পুলিশের। জানা গেছে, দীপ্তি সেন তার বাড়ি বিক্রি করে দিতে চাইছিলেন। সেই সময় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেন অনুপম দত্ত। তিনি তার পূর্বপরিচিত মধুসূদন চক্রবর্তীকে কাজটি করে দেওয়ার জন্য দালাল হিসেবে বেছে নেন। অভিযোগ মধুসূদনের মাধ্যমে বাড়ির কাগজপত্র হাতিয়ে সেটাকে জাল করে বাড়িওয়ালার অজান্তে বেচে দেওয়ার ছক কষা হয়।

অনুপমের গ্রেফতারিতে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপি'র অভিযোগ শাসক দলের চাপে অতিসক্রিয়তা দেখাতে গিয়ে পুলিশ অনুপমকে গ্রেফতার করেছে। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'এটা একটা ছোট ঘটনা। মীমাংসা করে মিটিয়ে নেওয়া যেত। পুলিশ অতিতৎপরতা দেখিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে। তিনি অল্প সময় আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

সেই আমলে তিনি তৃণমূলে ছিলেন এটা সেই সময়ের ঘটনা বলেই জানি।' পাল্টা সল্টলেকের বাসিন্দা তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'তিনি এখন আর আমাদের দলের লোক নন। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য। এই ঘটনার দায় বিজেপিকেই নিতে হবে।'

উল্লেখ্য, ২৬ এপ্রিল মহাজাতি সদনে অনুপম দত্ত তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। গত পুরভোটে সল্টলেকে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে হেরে যান তিনি। বিজেপিতে যোগদানের ফলেই এই গ্রেফতার বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

৮ বছর পর ছেলেকে কাছে পেল মা

স্টাফ রিপোর্টার : বিহারের থেকে উদ্ধার হল ছেলে। পুলিশ সূত্রের খবর, ২০০৯ সালে এনআরএস হাসপাতালের সামনে থেকে শিশুটিকে চুরি করে সুরিন্দর রায়। মুচি পাড়া থানাতেই অভিযোগ দায়ের করেন কল্পনা মণ্ডল। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরেই কল্পনার কাছ থেকে যদবকে দত্তক নিতে চেয়েছিল সুরিন্দর। কল্পনা রাজি না হওয়ায় তাকে চুরি করে সুরিন্দর। ছেলের ছবি দেখিয়ে একাধিকবার কল্পনার কাছে টাকাও দাবি করে সুরিন্দর। দিতে না চাইলে ছেলেকে মেরে ফেলা হবে বলে শাঁসানোও হয়। শেষ পর্যন্ত বিহার থেকে তদন্তকারী দল ৮ বছর পর যাদবকে উদ্ধার করে মায়ের হাতে তুলে দেয়।

দক্ষিণেশ্বরে স্কাইওয়ার্কের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখছেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

পেশায় পুলিশকর্মী হলেও নেশায় ফোটোগ্রাফারদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এল 'পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব'

শ্রীপর্ণা বর্মন

কলকাতা পুলিশের অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রথম তাঁদের সদস্যদের ফোটোগ্রাফি একজিবিশনের আয়োজন করা হয়। এরা সকলেই পেশায় পুলিশ কর্মী হলেও নেশায় কেউ খেলোয়াড় তো কেউ তুখোড় ফোটোগ্রাফার বা পেন্টার। পুলিশ কর্মীদের উৎসাহ দিতেই এই আয়োজন বলে জানালেন ক্লাবের সম্পাদক তথা এসি (হেড কোয়ার্টার ফোর্স) চণ্ডি পাণ্ডা। শহরের নিরাপত্তার গুরুভার যাদের কাঁধে তাঁদের 'প্যাশন'কে স্বীকৃতি দিতেই এইটুক স্বীকৃতি আর কী বলে উল্লেখ করেন তিনি। খেলার জন্যই মূলত এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হলেও পুলিশকর্মীদের শিল্পী সত্তাকে শহরবাসীর সামনে তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে জানান ক্লাবের সহ সভাপতি তথা ট্রাফিক বিভাগের এসি শিশির কান্তি দাম। অন্যদিকে ক্লাবের সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদক শোভন লাল মান্না বললেন, ক্লাবের সদ্যসদের দেখি ফেসবুকে দারুণ সব ছবি রাখতে। এদের মধ্যে অনেকে আবার বিদেশি স্বীকৃতিও পেয়েছেন। এইসব ছবি শুধু ফেসবুকে কেন সকলের দেখার সুযোগ করে দিতেই নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ফোটোগ্রাফি একজিবিশিনের আয়োজন করা হল। চিত্র প্রদর্শনীতে রয়েছে নানা ধরনের ছবি। কেউ রেখেছেন ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফি তো কেউ আবার রেখেছেন অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি। ফিগার ফোটোগ্রাফি থেকে রয়েছে দারুণ সব প্রাকৃতিক দৃশ্য। ফোটোগ্রাফির মধ্যে দিয়ে মুহূর্তগুলোকে বন্দি করে রেখেছেন পুলিশকর্মীরা।

কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল শাখার ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধ দাস শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী। ছবি আঁকা এক সময়ে তার নেশা ছিল। কর্মসূত্রে এখন আর সময় সুযোগ করে উঠতে পারেন না। ভ্রমণপিপাসু মনের অনিরুদ্ধবাবু ২০১২ সাল থেকে শুরু করেন ফোটোগ্রাফি। ঘুরতে গিয়েই প্রাকৃতিক দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা দিয়ে শুরু। তারপর ক্রমশ ছবি তোলা নেশায় পরিণত হয়েছে। কাজের মধ্যে দিয়েই সময় বের করে কখনও ফিগার ফোটোগ্রাফি তো কখনও আবার অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি তোলার নেশা একাধিকবার স্বীকৃতি পেয়েছে বিদেশি পত্রিকা 'ভোগ ইতালি'-এর পক্ষ থেকে। যা তাঁর ফোটোগ্রাফি জীবনে আগামীতে চলার পাথেয় হয়েছে। তাঁর পাশে যেমন এগিয়ে এসেছেন সহকর্মী ক্লাবের সদস্যরা। তেমনই তিনি তাঁর সহকর্মীদের উৎসাহ দিয়েছেন বলে জানান হেড কোয়ার্টার ফোর্সের ইন্সপেক্টর রাজীব চ্যাটার্জী। যিনি বিশেষত ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফিতেই জীবনের রসদ খুঁজে পান। কাজের সঙ্গে সঙ্গে রাজীববাবুর এই প্যাশন বজিয়ে রাখতে সব সময় উৎসাহ দিয়ে থাকেন তাঁর ছেলে। তবে শুধু সদস্যদের উৎসাহ দেওয়াই নয়, বিভিন্ন রকম কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কলকাতা পুলিশের অ্যাথলেটিক ক্লাব। শীঘ্রই তারা নিয়ে আসছেন তাদের একেবারে নিজস্ব অ্যাপস। কলকাতা পুলিশের কম্পিউটার সেল যা তৈরিতে এখন ব্যস্ত বলে জানান ট্রাফিক বিভাগের এসি জয়ন্ত দত্ত। কলকাতা পুলিশের লাইব্রেরিটিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে ও পুলিশকর্মীদের সন্তানরা যাতে তার পূর্ণ সুযোগ নিতে পারেন তার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বিবিসি-এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথাবার্তা আলাপ আলোচনা স্তরে পৌঁছেছে। পাশাপাশি ক্রুকড লেনে পুলিশ কর্মীদের জন্য তৈরি হচ্ছে একটি গেস্ট হাউজ। চিকিৎসার স্বার্থে অথবা যেকোনও কারণে পুলিশকর্মীদের পরিবার শহরে এসে থাকার সুযোগ পেতে পারেন। তবে শুধু কলকাতা পুলিশই নয়, রাজ্য পুলিশের কর্মী আধিকারিকরাও সেই সুযোগ নিতে পারবেন বলে জানান অ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্য তথা পূর্ব যাদবপুর ট্রাফিক গার্ডের ওসি তাপস কুমার মান্না।

ইন্সপেক্টর অনিরুদ্ধ দাস
(সিকিউরিটি কন্ট্রোল)

স্কুল পড়ুয়াদের পাঠক্রম সর্বাধুনিক করে তুলতে শহরে আলোচনাসভা

স্টাফ রিপোর্টার : রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে পিঠে বই ভর্তি ব্যাগের বোঝা নিয়ে স্কুলে যাওয়া, আবার স্কুল থেকে ফিরে গাদা গাদা হোমওয়ার্ক শেষ করা। গতানুগতিক এই শিক্ষা পদ্ধতিতে বদল আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর। এই উদ্যোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন এনে তা আরও বিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যম স্কুলগুলি। লক্ষ্য একটাই যাতে পড়ুয়াদের পড়ার চাপ কমে এবং তা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে জ্ঞান আহরণের সুযোগ পায়।

এই লক্ষ্যে সম্প্রতি শহরে আয়োজিত হয়েছিল এক বিশেষ এডুকেশনাল কনক্লেভের। স্মার্ট ক্লাস এডুকেশনাল নামে একটি এডুকেশনাল টেকনোলজি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ সেমিনারে অংশ নিয়েছিল লরেটো স্কুল, শ্রীশিক্ষায়তন, গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের মতো শহরের নাম করা বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলি।

সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট চন্দ্রজিৎ মিত্র অনুষ্ঠানে বলেন, স্মার্ট লার্নিং স্কুল কনক্লেভের লক্ষ্য হল স্কুল ও শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বাধুনিক ক্রিয়েটিভ মডিউল ও প্রযুক্তির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলা।

এই লক্ষ্যে স্মার্ট ক্লাস সিটিআই ল্যাবের ভাবনা গড়ে তোলা হয়েছে। যা স্কুল পড়ুয়াদের বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে, সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাকে সক্ষম করে তুলতে এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করবে। আলোচনা সভায় শিক্ষা পদ্ধতি, জ্ঞান আরোহনের বিষয়টির পাশাপাশি উঠে আসে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এবং সেদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের নজর রাখার বিষয়টিও।

smartclass
CTI lab

অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন চন্দ্রজিৎ মিত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন।